বাংলা ছন্দ / মুক্তক

বাংলা ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তির চেষ্টা শুরু হয়েছিল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা অমিত্রাক্ষর প্রবহমান পয়ারের মধ্য দিয়ে। এই ছন্দে একদিকে পঙক্তির অন্ত্যমিল বর্জিত হল, অন্যদিকে একটি পঙক্তির মধ্যে বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ না হয়ে পরবর্তী পঙক্তিতে প্রবাহিত হয়ে গেল। তবু দেখা গেল মিশ্রবৃত্ত রীতির এই ছন্দে প্রতিটি পঙক্তি পুরোনো পয়ারের ৮+৬ মাত্রাতেই বিন্যস্ত।

এর পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ছন্দমুক্তির যে প্রয়াস করলেন, তাকেই আমরা বলেছি মুক্তক।

মুক্তক ছন্দ কি? খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে, মুক্তক ছন্দে সমগ্র কবিতাটি সমমাত্রা বা সমপর্বের পঙক্তিতে সাজানো হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি আগাগোড়া ৮+৬ মাত্রার পঙক্তিতে বিন্যস্ত —

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা / রটি গেল ক্রমে, ৮+৬
মৈত্র মহাশয় যাবে / সাগরসংগমে ৮+৬
তীর্থস্নান লাগি...

কিন্তু মুক্তক ছন্দের কবিতা, কোনো একটি ছন্দরীতি আশ্রয় করলেও নানা মাপের পঙক্তিতে সাজানো। কবিতার বহু পঙক্তিই বিভিন্ন পর্বসংখ্যার ও মাত্রাসংখ্যার হয় এই মুক্তকে। উদাহরণ —

বিনুর বয়স / তেইশ তখন / রোগে ধরল / তারে ৪+৪+৪+২
ওষুধে ডাক্‌- / তারে ৪+২
ব্যাধির চেয়ে / আধি হল / বড়ো ৪+৪+২
নানা মাপের / জমল শিশি / নানা মাপের / কৌটো হল / জড়ো
৪+৪+৪+৪+২